ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... APR 1 3 2000
পৃষ্ঠা কলাম

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের হালচাল ৩

বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে দুর্নীতি আর অনিয়মই প্রধান বাধা

শাখাওয়াত লিটন : দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের এ সংক্রান্ত ৩টি প্রকল্প উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হতে চলেছে। একই কারণে এই স্তরের শিক্ষা উন্নয়নে গৃহীত আরো ২৯টি প্রকল্প থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এ ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৪ হাজার ৫৯৮ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে ১ হাজার ২৮ কোটি ৮৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়িত অর্থের ২৬৪ কোটি ৯৬ লাখ টাকা দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপচয়ের অভিযোগ উঠেছে।

জাতীয় সংসদে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির অনুসন্ধানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্পগুলোতে এ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ধরা পড়েছে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি প্রকল্পগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তলব করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চিঠি দিয়েছে।

গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে— সরকারি কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালুকরণ ও সম্প্রসারণ, ৩৬৫টি বেসরকারি কলেজের উন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন, সাধারণ শিক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ মেধাবৃত্তি, ঢাকা মহানগর এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রভৃতি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৩৬টি সরকারি কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশে ১৯৯৫ সালে গৃহীত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। এর বাস্তবায়নকাল ধরা হয় চলতি বছরের জুন মাস নাগাদ। এ পর্যন্ত ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ব্যয় করা হলেও এর অগ্রগতি শূন্য। কলেজ গুলোতে কোনো ভৌত অবকাঠামো তৈরি না করে আসবাবপত্র, ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের হালচাল ৩

● প্রথম পাতার পর

যন্ত্রপাতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে ব্যয় করা সম্পূর্ণ অর্থ অপচয়ের অভিযোগ উঠেছে।

এ ছাড়া প্রকল্প পরিচালকের অগ্রগতির প্রতিবেদনে আরো দেখা যায়, বিবিধ খরচ বাবদ ১৮ লাখ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে ১২ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের নট্রামস-এ প্রশিক্ষণের জন্য যে ১৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে তাতে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে নট্রামস-এ কম্পিউটার বিষয়ে কোনো শিক্ষক নেই। এমনকি নট্রামসের পরিচালক নিজেও ভুয়া অধ্যাপক।

অন্যদিকে প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন তদারকি এবং কোনো সমস্যায় তাৎক্ষণিক সহায়তা করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির অবহেলার কারণে যথাসময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সারা দেশে ৩০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালুকরণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে ৫৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর বাস্তবায়নকাল ধরা হয় চলতি বছর নাগাদ। এ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বইপুস্তক ক্রয় এবং বিবিধ খরচ করা হয়েছে ১৫ কোটি ১৯ লাখ টাকা। ব্যয়িত অর্থের ৫ কোটি টাকা অপচয়ের অভিযোগ উঠেছে।

[illegible]দিকে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে ৩টি করে মোট ৯০০টি কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য গত বছর টেন্ডার আহ্বান করা হয়। কার্যক্রম চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গত জানুয়ারিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল সংস্থার কম্পিউটার ক্রয় ও শিক্ষা কার্যক্রম বাতিল করে।

৩৬৫টি বেসরকারি কলেজের উন্নয়নে ১৯৯৪ সালে গৃহীত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১১৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। চলতি বছরের জুন মাস নাগাদ এর বাস্তবায়ন মেয়াদ ধরা হয়। এ পর্যন্ত কলেজগুলোর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয় প্রভৃতির মাধ্যমে প্রায় ১০৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ কোটি টাকা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

এই প্রকল্পে গাড়ি ক্রয় করা হলেও সংশ্লিষ্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের হার মোটেও সন্তোষজনক নয়।

এ ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানে ১৯৯৪ সালে গৃহীত প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৬০৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫৩ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদানে ব্যয়িত অর্থের ৫০ কোটি টাকা অনিয়ম করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ১৯৯৫ সালে বরাদ্দকৃত ৬২ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৫৫ কোটি টাকা-এর মধ্যে ২২ কোটি টাকা অনিয়ম হয়েছে বলে সংসদীয় কমিটি সূত্রে জানা গেছে।